



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 500 - 507

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নেপালি ভাষার দ্বিস্বর

ড. সূর্য লামা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : suryalama@nbu.ac.in

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abstract

Discussion

ধ্বনি, ধ্বনিমূল (phoneme), ধ্বনিগোষ্ঠীর পর ভাষার কিছু ধ্বনি-সমবায়ের ওপর আমাদের নজর পড়ে। যার মধ্যে অন্যতম হল প্রথাগত ব্যাকরণে যৌগিকস্বর (diphthong) আর যুক্তব্যঞ্জন (cluster)। বাংলা বর্ণমালাতেই ঐ আর ঔ এই দুটি দ্বিস্বরকে আমরা প্রথমে (ধ্বনি-সমবায়ের দিক থেকে) দেখতে পাই। সাধারণ অর্থে অনেকেই বাংলা দ্বিস্বর বলতে এই দুটি বর্ণমালাকেই স্বীকার করেন। দ্বিস্বর ঠিক কাকে বলব? এই নিয়ে বাংলা ভাষায় অনেক মতপার্থক্য আছে। ড্যানিয়েল জোন্স দ্বিস্বরের সংজ্ঞায় বলেছেন - ‘When two vowels are so placed and so pronounced that there is a no diminution of sonority between them (i.e. that they do not form more than one syllable), they are said to form a DIPHTHONG.’ (1922:22)। অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনিকে যখন পৃথক করা যায় না এবং একটি দল গঠন করে তাকে দ্বিস্বর বলে। এই প্রবন্ধের আলোচনাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে দ্বিস্বরের স্বরূপ কী? দ্বিস্বরের গঠন ও বৈশিষ্ট্যগুলি কী, কী? তা বোঝার চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয়তে বাংলা দ্বিস্বরের প্রসঙ্গ ও তার কিছু দৃষ্টান্ত। কারণ নেপালি দ্বিস্বর সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই দিকটির ধারণা স্পষ্ট করা দরকার। তৃতীয়তে নেপালি ভাষার দ্বিস্বরের বিশদ প্রসঙ্গ।

১

‘the most important thing to remember about all the diphthongs is that the first part is much longer and stronger than the second part... The last part of English diphthongs must not be made too strongly.’ (Roach 2009:17)। পিটার রোচ ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করে দ্বিস্বর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— দ্বিস্বরের প্রথম স্বরটি উচ্চতর ও শক্তিশালী, দ্বিতীয় স্বরটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী। এই বিষয়টিকে আরো সহজ করে বোঝা যেতে পারে, যদি দ্বিস্বরকে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করা যায়— গঠনগত দিক, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি একটি দল গঠন করে। ‘no harm is by thinking of a diphthong as a sequence of two vowels, provided it is remembered that they occupy only one syllable.’ (Abercrombie 1967:60)। দলের প্রথমটি হয় পূর্ণস্বর, দ্বিতীয়টি হয় অর্ধস্বর। অর্ধস্বরের জন্য একটি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে [̣] IPA-তে। Daniel Jones -এর মতে,

‘Semi-vowels are defined as vowels used in the capacity of consonants. They may also be defined as fricative consonants in which the friction is practically imperceptible’ (1922:64)। বাংলা দ্বিস্বর উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনিটি মুক্তভাবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিতীয় স্বরে মিলিয়ে যায় ফলে দ্বিতীয় খণ্ডিত স্বরধ্বনিটি হস্ যুক্ত হয়ে ব্যঞ্জনান্ত অর্ধস্বররূপে থাকে।’ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো আচরণ করতে পারে। দ্বিস্বরের গঠনে সেই স্বরধ্বনিটি হল অর্ধস্বর। এই অর্ধস্বরটি ‘It is an independent vowel glide but treated as a consonant’ (Dakshi 1995:41) কিন্তু কোন কোন পরিবেশে একটি স্বরধ্বনি (এক্ষেত্রে অর্ধস্বর) ব্যঞ্জনধ্বনির মতো আচরণ করতে পারে তার একটা পরিচয় ড্যানিয়েল জোন্স দিয়েছেন- ‘(i) it must be a vowel of comparatively small sonority (ii) it must be pronounced extremely short, and (iii) it must be immediately followed by a vowel of greater sonority.’ (1922:64) এই কারণে বাংলা ভাষার অর্ধস্বরগুলিকে [ই], [উ], [এ], [ও] ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকায় রাখা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- সম্মুখ জিহাজাত তালু দন্তমূলীয় ধ্বনি- [ই], [উ] আর ঔষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি- [এ], [ও]। (দাক্ষী ২০১৩:২৮৮)। **উচ্চারণগত দিক**, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি শ্বাসবায়ুর একই প্রযত্নে উচ্চারিত হয়ে একটি দল গঠন করলে দ্বিস্বর গঠিত হয়। যেমন- /এই/ = সেই, এই; /ওই/ = দই, খোই। এই দুটি উদাহরণে স্পষ্ট, /এই/ এবং /ওই/ শ্বাসবায়ুর একই প্রযত্নে উচ্চারিত হচ্ছে এবং দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত। উচ্চারণ-রীতির দিক থেকে দ্বিস্বর দু’ধরনের আরোহী (rising) ও অবরোহী (falling)। দ্বিস্বরের প্রথমটি পূর্ণস্বর এবং প্রথম স্বরধ্বনিটি দ্বিতীয়টির তুলনায় শক্তিশালী বা প্রকট হলে দ্বিস্বর অবরোহী। যেমন- বাংলা, নেপালি, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি শক্তিশালী বা প্রকট হলে দ্বিস্বর আরোহী। যেমন- ফরাসি, স্প্যানিশ ইত্যাদি। আরেকটি বিষয়, দ্বিস্বর উচ্চারণের একটা সূচনাবিন্দু ও সমাপ্তিবিন্দু (লক্ষ্যবিন্দু) থাকে। সূচনাবিন্দু সমাপ্তিবিন্দুর (লক্ষ্যবিন্দু) তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, প্রকট। সূচনাবিন্দু অনেক রকমের রয়েছে, তবে বাংলা ও নেপালি ভাষায় সমাপ্তিবিন্দু চারটিই। সেগুলি যথাক্রমে হল- বাংলা, [ই], [উ], [এ], [ও] এবং নেপালিতে [ই], [এ], [আ], [উ]। **প্রয়োগগত দিক**, দ্বিস্বরের প্রথম স্বরধ্বনিটি হল পূর্ণস্বর। আবার এই স্বরধ্বনিটিই হল দলকেন্দ্রিক বা নিউক্লিয়াস (nucleus)। দলের শেষে যে-অর্ধস্বর থাকে তা হল দলান্ত বা কোডা (coda)। নিউক্লিয়াস ও কোডা দ্বিস্বরের প্রধান অংশ। যেমন- ভাই (ভ+আ+ই) — এই উদাহরণে (ভ) হল দলারম্ভ (onset), (আ) হল দলকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস, (ই) হল কোডা বা দলান্ত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দ্বিস্বরের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস ও কোডা দুটিই স্বরধ্বনি। নিউক্লিয়াস হল পূর্ণস্বর এবং কোডা হল অর্ধস্বর /আই/।

২

বাংলায় কতগুলি দ্বিস্বর রয়েছে এই নিয়ে বিতর্ক এখনও রয়েছে। সুকুমার সেন ‘বাংলায় দুইটি মাত্র দ্বি-স্বরধ্বনি— [এ, ঔ]’ (২০১১:৩৭)। মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর মতে, ‘বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত (phonetic) দিক থেকে একত্রিশটি (৩১টি) পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হতে পারে। এদের মধ্যে ১৯টি নিয়মিত (regular) এবং ১২টি অনিয়মিত (irregular)’ (২০১৪:২৬)। পবিত্র সরকার মনে করেন, ‘ইই, ইউ, উই, এই, এউ, ওই, ওউ, ওএ (ওয়), ওও আই, আউ, অ্যাএ (অ্যায়), অ্যাও, আএ, আও, অএ, অও এই সতেরোটি যৌগস্বর এক সিলেবল-বদ্ধ এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে মোটামুটি বহুলভাবে প্রযুক্ত।’ (২০০৬:৫৭)। দ্বিস্বরে প্রথমটি পূর্ণস্বর আর দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর-এর ভিত্তিতে ১৬টি দ্বিস্বরকে এখানে দেখানো হয়েছে। এই দ্বিস্বরের উচ্চারণ ‘falling type’ অর্থাৎ নিম্নগামী []। প্রথম স্বরধ্বনিতে শ্বাসবায়ুর ঝাঁক শীর্ষে থাকে আর দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর ধ্বনি নিম্নগামী বলে ঝাঁক থাকে না। সেগুলি হল— /আই/, /উই/, /এই/, /ওই/; /ইউ/, /এউ/, /ওউ/, /আউ/; /অএ/, /আএ/, /অ্যাএ/, /ওএ/; /অও/, /আও/, /অ্যাও/, /এও/। পবিত্র সরকার ও অলিভা দাক্ষী দুজনের দ্বিস্বরের তালিকা দেখলে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, ইই ও ওও এই দুটি অলিভা দাক্ষীর দ্বিস্বরের তালিকায় নেই, অন্যদিকে /এও/ দ্বিস্বরটি পবিত্র সরকারের তালিকায় নেই। সেই দিক থেকে বিচার করে বলা যায় বাংলায় মোট ১৮টি দ্বিস্বর রয়েছে। নীচে পাশাপাশি পবিত্র সরকার এবং অলিভা দাক্ষীর দ্বিস্বরের তালিকাটি দেওয়া হল—

বাংলা দ্বিস্বরের তালিকা	
পবিত্র সরকারের মতে	অলিভা দাক্ষীর মতে
ইহ্ = দিই, নিই, তুমিই	-----
ইউ = পিউ, মিউ-মিউ, শিউলি, বিউলি	ইউ = পিউ, বিউলি, শিউলি
উই = দুই, ছুই, শুই	উই = দুই, শুই, রুই
এই = সেই, এই, নেই, যেই, খেই	এই = সেই, নেই, যেই
এউ = ঢেউ, খেউ, কেউ, ঘেউঘেউ, ভেউভেউ	এউ = ঢেউ, কেউ, ফেউ
ওই = বই, দই, খই, ঐ, সই, নই, হই	ওই = বই, মই, খই
ওউ = মউ, ভৌ-ভৌ, চৌ-কি, মৌ-রী	ওউ = বউ, মউ, নৌকা
ওএ = ছোঁয়, ধোঁয়, ধুলোয়, শোয়	ওএ = শোয়, ধোয়
ওও = শোও, খোও, ছোঁও	-----
আই = ভাই, যাই, খাই, আই-চাই	আই = ভাই, যাই, খাই
আউ = জাউ, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, দাউ-দাউ, সাউ, কাউ	আউ = বাউ, লাউ, হাঁউ, দাউদাউ
অ্যাএ = দেয়, নেয়, প্যায়লা	অ্যাএ = দেয়, ন্যায়, ব্যয়
অ্যাও = ক্যাও-ড়া, নেও-টা, শেও-ড়া, শ্যাও-লা	অ্যাও = ম্যাও, শ্যাওলা, কেওড়া
আএ = খায়, পায়, যায়, আয়, নায়, মায়	আএ = খায়, যায়, পায়
আও = খাও, যাও, দাও	আও = যাও, যাও, দাও
অএ = ভয়, হয়, নয়	অএ = ভয়, হয়, নয়
অও = বও, নও, হও, সও, চও-ড়া	অও = হও, রও, লও
-----	এও = খেও, যেও

/ই/,/উ/,/এ/,/ও/ এই চারটি স্বরধ্বনি একদিকে যেমন পূর্ণস্বররূপে উচ্চারিত হতে পারে, তেমনি কোনো বিশেষ স্বরধ্বনির পর অবস্থান করে একটি দল বা অক্ষর গঠন করলে তা অর্ধস্বররূপে উচ্চারিত হয়— [ই], [উ], [এ], [ও]। (লামা ২০২০:৮১)। এগুলির উচ্চারণ স্বরধ্বনির মতো হলেও প্রয়োগরীতিতে এর গুণাগুণ ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো।

৩

নেপালি ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে দ্বিস্বরকে নিয়ে পৃথক কোনো আলোচনা আমরা পাই না। শুধু তাই নয় এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ রয়েছে। প্রসঙ্গত, নেপালি দ্বিস্বরকে নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা পূর্বে হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। নেপালি ভাষার দ্বিস্বর নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বালকৃষ্ণ পোখরেল ও বল্লভমণি দহাল তাঁদের *ধ্বনিপ্রক্রিয়া র কেহী ধ্বনিসিদ্ধান্ত* গ্রন্থটিতে, কিন্তু সেখানে ধারণাটি সুস্পষ্ট নয়। চূড়ামণি বন্ধু স্পষ্ট করে বলেন, দুটি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া এবং দ্বিস্বর বোঝাতে তিনি শ্রুতি, উৎকৃষ্টতা, গুণাত্মক পরিবর্তন এই তিনটি অবস্থার মিশ্রিত রূপকে বুঝিয়েছেন। (১৯৯৫:৮২)। যোগেন্দ্রপ্রসাদ যাদব মনে করেন, ‘এউটা স্বরকো উচ্চারণ গর্নে অরস্থামা রহেকো জিব্রো চালমা আঈ অর্কো স্বরকো উচ্চারণ গর্নে অরস্থামা পুগের উচ্চরিত হুনে স্বর দ্বিস্বর হো। যো দুই স্বরকো ক্রম বা সমূহ জস্তো সুনিহ্।’ (২০০২:৮৩)। (একটি স্বরের উচ্চারণের অবস্থায় জিভ যখন অন্য একটি স্বরের উচ্চারণের অবস্থায় পৌঁছায় তখন দ্বিস্বর হয়। এটা দুটি স্বরের ক্রম বা সমূহের মতো শোনায।) হেমাস্বরাজ অধিকারী প্রয়োগাত্মক নেপালী ব্যাকরণ গ্রন্থে জানিয়েছেন, ‘দুইটা স্বরহরু মিলের এউটে জস্তো ভঙ্গি উচ্চারণ হুনেলাঈ দ্বিস্বর ভনিহ্। ... নেপালীমা দ্বিস্বর দশ ওটা দেখিন্হ।’ (২০১১:৩)। (দুটো স্বর মিলিত হয়ে একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় দ্বিস্বর বলে। নেপালিতে দশটি



দ্বিস্বর রয়েছে।)। তবে আমরা আরও তিনটি দ্বিস্বরকে এখানে দেখিয়েছি, ফলে মোট দ্বিস্বরের সংখ্যা হল তেরোটি। দ্বিস্বর-
/অই/, /আই/, /উই/, /এই/, /ওই/, /অউ/, /অআ/, /আউ/, /ইউ/, /এউ/, /ওউ/, /আই/, /আও/।^২
অর্ধস্বর- [ই], [এ], [উ], [ও]।

নেপালি ভাষার দ্বিস্বর হচ্ছে অবরোহী। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম স্বরধ্বনিটি স্পষ্ট ও প্রকট। বাংলা ভাষার মতো নেপালি ভাষার দ্বিস্বরগুলি সংবৃত (closing)। অর্থাৎ জিহ্বা কম উচ্চতা থেকে বেশি উচ্চতার দিকে অগ্রসর হয়। এই দ্বিস্বরের উচ্চারণ ‘falling type’ অর্থাৎ নিম্নগামী []। নেপালি ভাষার দ্বিস্বরের মৌলিক সংগঠন হল- Vv (পূর্ণস্বর + অর্ধস্বর)। পূর্ণস্বর উচ্চ, মধ্য, নিম্ন যাইহোক না কেন, পরবর্তী অর্ধস্বর উচ্চ এবং মধ্যই হবে। এই ভাষার দ্বিস্বরের সূচনাবিন্দু- i, e, a, ə, o, u আর সমাপ্তিবিন্দু - i, e, o, u। বাংলা দ্বিস্বর প্রসঙ্গে কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বলেছেন, - ‘Bangla diphthongs may vary in their duration. Like pure vowels they may be influenced by their environment. Functionally, this variation in duration is not, of course, significant in the language. Diphthongs in monosyllabic words as [ou] in [mou] ‘honey’, [ai] in [bhai] ‘brother’, [ee] in [chee] ‘having covered’, [oi] in [doi] ‘curd’ and so on, are comparatively longer than those occurring in dissyllabic or polysyllabic words as [ou] in [mouni] ‘silent’, [ai] in [daini] ‘a witch’ (2008:7) Bulletin of the department of linguistics)। নেপালি দ্বিস্বর উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ঘাউ /ghau/, ভিউ /biu/, চৌকী /chouki/, টাউকো /tau ko/। উক্ত উদাহরণে একদলিক শব্দের দ্বিস্বরের স্বরদৈর্ঘ্য, দ্বি বা বহুদলিক শব্দের স্বরদৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশি। দ্বিস্বরের পূর্ণস্বরের ওপর উচ্চারণের ঝাঁকটি রয়েছে। ‘The duration and stress of the diphthongs are mainly associated with the start-point and not with the end-point.’ (Bhattacharya 2008:7).

নেপালি ভাষার দ্বিস্বরেরকে চারটি মানদণ্ডে বিচার করা যেতে পারে। যেমন -

i) আপেক্ষিক রণনশীলতা (relative sonority) :

পূর্বেই বলা হয়েছে, নেপালি ভাষার দ্বিস্বর হচ্ছে অবরোহী। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম স্বরধ্বনিটি স্পষ্ট ও প্রকট। এবং রণনশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি দ্বিতীয়টি তুলনায়।

ii) লক্ষ্যবিন্দু (target points) :

নেপালি দ্বিস্বরের লক্ষ্যবিন্দু প্রধানত চারটি - [ই], [এ], [ও], [উ]।

[ই] = /ei/, /ai/, /əi/, /oi/, /ui/

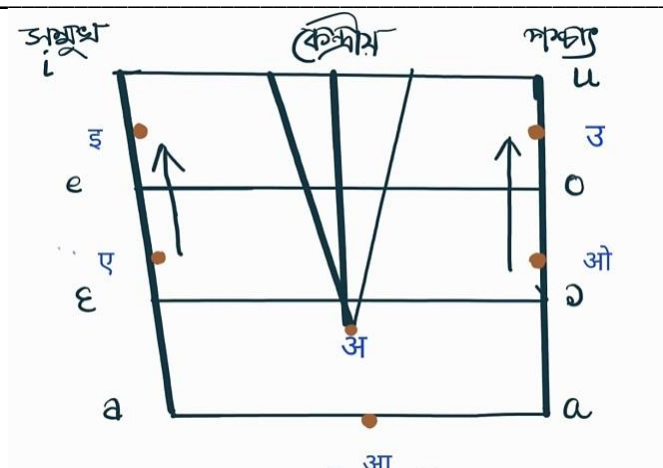
[এ] = /ae/, /əe/

[ও] = /ao/

[উ] = /iu/, /eu/, /au/, /əu/, /ou/

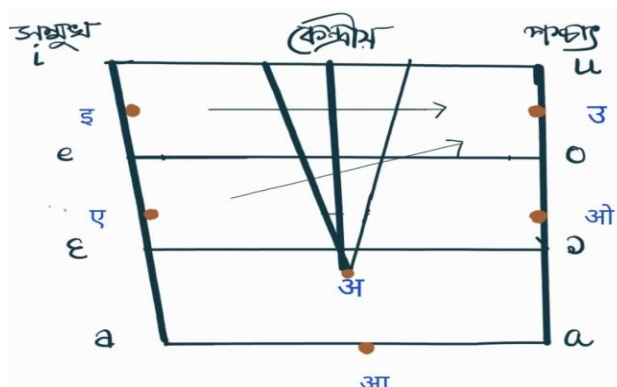
iii) অভিমুখ (direction) :

মুখের ভিতরে জিহ্বার গতিবিধি দু’রকমের হতে পারে - উল্লম্ব (vertical) এবং কৌণিক (diagonal)। জিহ্বার গতিবিধি যখন নীচ থেকে ওপরের দিকে তখন তাকে বলা হয় উল্লম্ব। সেগুলি হল- /ei/, /ou/।



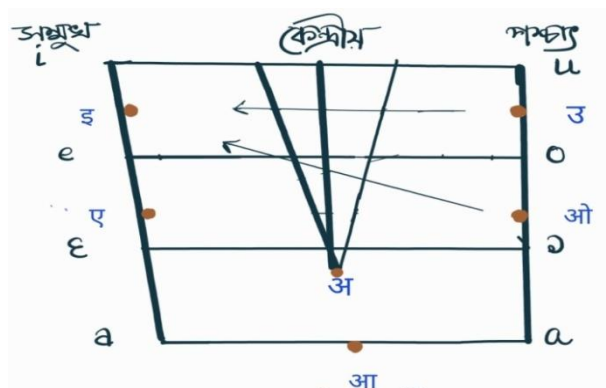
উল্লম্ব দ্বিস্বর

আর কৌণিক হল জিভের সামনে থেকে পিছনের দিকে বা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে ধাবিত হওয়া। যেমন- /iu/, /eu/, /oi/, /ui/।



কৌণিক দ্বিস্বর

(জিভের পিছন দিকে যাওয়া)



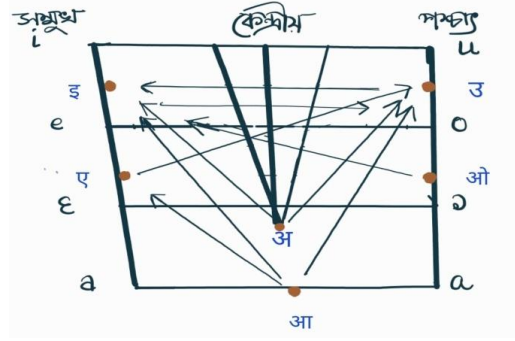
কৌণিক দ্বিস্বর

(জিভের সামনের দিকে যাওয়া)

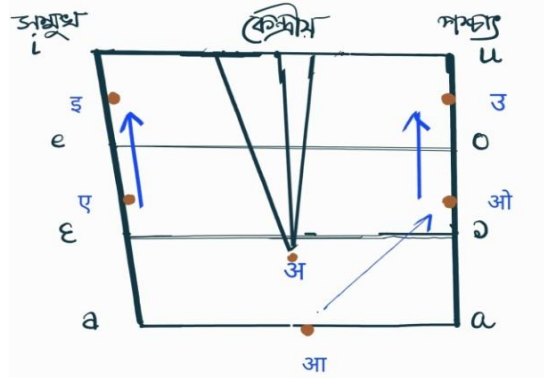
iv) সঞ্চরণের প্রকৃতি (extent of movement) :

জিভের সঞ্চরণের প্রকৃতি অনুসারে দ্বিস্বর দুধরনের- প্রশস্ত, সংকীর্ণ। প্রশস্ত দ্বিস্বরের ক্ষেত্রে সূচনাবিন্দু এবং সমাপ্তিবিন্দুর মধ্যস্থ পরিসর তুলনামূলক বেশি। যেমন- /iu/, /ui/, /ai/, /ae/, /au/, /əi/, /oi/, /əu/, /eu/।

সংকীর্ণ দ্বিস্বরের ক্ষেত্রে সূচনাবিন্দু এবং সমাপ্তিবিন্দুর মধ্যস্থ পরিসর তুলনামূলক কম। যেমন- /ei/, /ao/, /ou/।



প্রশস্ত দ্বিস্বর



(সূচনাবিন্দু এবং সমাপ্তিবিন্দুর মধ্যস্থ পরিসর তুলনামূলক বেশি)

সংকীর্ণ দ্বিস্বর

(সূচনাবিন্দু এবং সমাপ্তিবিন্দুর মধ্যস্থ পরিসর তুলনামূলক কম)

নেপালি ভাষার দ্বিস্বরের মৌলিক সংগঠন হল - V_V (পূর্ণস্বর+অর্ধস্বর)। মুখের ভিতরে জিভের ওঠা-নামার ভিত্তিতে পূর্ণস্বর ও অর্ধস্বরের যে-অবস্থান তাকে বা সেই দ্বিস্বরের গঠনকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. উচ্চস্বর + উচ্চ অর্ধস্বর

/iu/ = বিউ, ঘিউ, জিউ

/ui/ = দুই, সুইরো

খ. মধ্যস্বর + উচ্চ অর্ধস্বর

/eu/ = এউটা, দেউতা, ভেউ

/ei/ = কেই, বেইমান, চেই

/əi/° = এইনা, ऐतिहासिक, पैसा, सबै

/oi/ = পোই, খোই

/ou/ = ধোউ, ছোউ



গ. মধ্যস্বর + মধ্য অর্ধস্বর

/əu/ = চৌকী

/əe/ = ভয়, সয়

ঘ. নিম্নস্বর + উচ্চ অর্ধস্বর

/ai/ = ভাই, মাইজ, সিলাই

/au/ = নাত, দাত, দাতরা, ঘাত, টাতকী

ঙ. নিম্নস্বর + মধ্য অর্ধস্বর

/ae/ = দায়রা, দায়

/ao/ = মাওবাদী, খাওবাদী

বাংলা ভাষার মতো নেপালি ভাষাতেও ঐ (ঐ) ও ঔ (ঔ) এই দুটি দ্বিস্বর লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ রয়েছে। উভয় ভাষাতে অর্ধস্বর চারটি। এখানে প্রথমটি হল পূর্ণস্বর ও দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর। যে দুটি অর্ধস্বরকে নিয়ে দ্বিস্বরের সংখ্যা সবথেকে বেশি তা হল— [ই] = /ei/, /ai/, /əi/, /oi/, /ui/ ও [উ] = /iu/, /eu/, /au/, /əu/, /ou/। সবথেকে কমের উদাহরণ হল— [আ] = /ao/। নেপালি ভাষার দ্বিস্বরের মৌলিক সংগঠন হল - VV (পূর্ণস্বর+অর্ধস্বর)। পূর্ণস্বর উচ্চ, মধ্য, নিম্ন যাইহোক না কেন, পরবর্তী অর্ধস্বর উচ্চ এবং মধ্যই হবে। শেষে একথাই বলা যায়, বাংলা ও নেপালি ভাষার দ্বিস্বরের সাদৃশ্যই আমরা বেশি দেখতে পাই।

টীকা :

১. পবিত্র সরকার তাঁর *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ* গ্রন্থে প্রথম দ্বিস্বরের দ্বিতীয় খণ্ডিত ধ্বনিকে অর্থাৎ অর্ধস্বরকে বোঝাতে হস্ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।
২. সূর্য লামা, *নেপালি ভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে তেরোটি দ্বিস্বরের কথা বলেছেন। পূর্বে নেপালিতে ১০টি দ্বিস্বরকেই স্বীকার করা হয়েছিল। যে-তিনটি দেখানো হয়েছে— /অ়্‌ /, /আ়্‌ /, /আয়্‌ /।
৩. নেপালি ভাষার /অ/ (অ) হল কেন্দ্রীয়, schwa /ə/ এবং নিম্ন-মধ্য। পূর্বে যারা বাংলায় /এ/ ও /অ/-কে নিম্ন স্বরধ্বনিক্রমে দেখিয়েছেন তা আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রহণ করা হয়নি। /এ/ ও /অ/ স্বরধ্বনিকে মধ্য রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ নিম্ন বলতে আমরা /আ/ স্বরধ্বনিকে বুঝি।

Bibliography:

নেপালি গ্রন্থ :

- অধিকারী হেমঙ্গ রাজ (২০১১): প্রয়োগাত্মক নেপালী ব্যাকরণ। ললিতপুর: সাঝা প্রকাশন।
বন্ধু চূড়ামণি (১৯৯৫): নেপালি ভাষাকো উৎপত্তি। কাঠমাণ্ডো: সাঝা প্রকাশন।
যাদব যোগেন্দ্রপ্রসাদ (২০০২): ভাষাবিজ্ঞান। কীর্তিপুর: ন্যু হিরা বুক্স ইন্টারপ্রাইজ।

বাংলা গ্রন্থ :

- দাক্ষী অলিভা (২০১৩): বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
মজুমদার অভিজিৎ (২০১৪): ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
লামা সূর্য (২০২০): নেপালি ভাষা-পরিচয়। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
সরকার পবিত্র (২০০৬): বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন সুকুমার (২০১১): ভাষার ইতিবৃত্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

হাই মুহম্মদ আবদুল (২০১৪): ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স।

ইংরেজি গ্রন্থ :

Jones D. (1922): An outline of English phonetics. New York: G E Stechert Co.

Roach P. (2009) : English Phonetics and Phonology A Practical Course.

Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Abercrombie D. (1967): Elements of General Phonetics, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dakshi A. (1995): Learning Bengali, Calcutta : Subarnarekha.

Bhattacharya K. (2008): 'On the Articulatory Aspects of Bangla Diphthongs'; Bulletin of the Department of Linguistics. p. 1-14